দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... APR. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কৃষি তথ্য সার্ভিস বিলুপ্তি ঃ কিছু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আফতাব চৌধুরী

ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখে দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের আলোকে আজকের এ লিখা। প্রকাশিত খবরে দেখা যায় জনসংস্কার কমিশন ১০টি সরকারী দপ্তর বিলুপ্তির জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন। এ ১০টি দপ্তরের মধ্যে 'কৃষি তথ্য সার্ভিস' একটি। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে কৃষি তথ্য প্রচারের কাজটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি কোষ গঠন করে গণসংযোগ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় চালানো যেতে পারে। আমার বক্তব্য এখানেই। দীর্ঘদিন ধরে কৃষির সাথে নিজকে সম্পৃক্ত রেখে এ ব্যাপারে যতটুকু আশ্চার্য হয়েছি তার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে আমার ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরলাম। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিগণ ব্যাপারটি সম্যক অনুধাবন করে এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রথমেই ধরা যাক গণসংযোগ বিভাগ এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্য সামঞ্জস্যতা কতটুকু। আসলে বাইরের থেকে সাদৃশ্য আছে মনে হলেও দুটো পুরোপুরি আলাদা ধরনের। আমাদের দেশে গণসংযোগ বিভাগের প্রধান কাজ হলো সরকারের যাবতীয় সাফল্য চিত্র, কার্যাবলী জনগণের মাঝে বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা। আর কৃষি তথ্য সার্ভিসের কাজ হলো কৃষির গবেষণালব্ধ ফলাফল ও প্রযুক্তিনির্ভর বিষয়, শিরোনাম, তথ্যগুলোকে সহজ, সরল এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে লাগসই প্রযুক্তি আকারে আপামর জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। আর এদেশের অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষিত কৃষকগণ এসকল সুপরামর্শ নিজ নিজ কৃষি সীমানায় বাস্তবায়িত করে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য তথা দেশের ভাগ্য উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্ন অবদান রেখে যাচ্ছেন। আমি যতটুকু স্মরণ করতে পারি ১৯৬১ সনে এ সার্ভিসটির যাত্রালগ্ন থেকে অদ্যাবধি কৃষির প্রযুক্তি, জ্ঞান, তথ্য, কৌশলসহ অন্যান্য সকল পদ্ধতি মুদ্রণ ও প্রকাশনা, বেতার টেলিভিশন ও ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে অহরহ। মাসিক 'কৃষি কথা'র মত একটি অতি প্রাচীন (যা ১৯৩৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়) কারিগরি অনুসরণিকা হিসাবে দীর্ঘদিন কৃষির সীমাহীন সেবা করে যাচ্ছে। কৃষি কথার মাধ্যমে ফসল, পশু-পাখি, মৎস্য, বন, কৃষি বাণিজ্যসহ সকল শাখার জ্ঞান, প্রযুক্তি, ফিচার, সাক্ষাৎকার, কবিতা, গল্প আকারে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া ফসল ও মৌসুমভিত্তিক প্রযুক্তি সম্বলিত বই, বুকলেট, লিফলেট, ফোল্ডার, পোস্টার, কৃষি ডাইরী অর্থাৎ ছাপানো মাধ্যমের সকল শাখার একচ্ছত্রভাবে প্রকাশ করে যাচ্ছে। শুধু কি তাই—বন্যা, খরাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাকদুর্যোগ, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-উত্তর কৃষক ভাইদের বিভিন্ন করণীয় সম্পর্কে কারিগরি প্রচারপত্র ২৪ ঘন্টার মাধ্যমে লিখে নির্ভুলভাবে মুদ্রিত করে কৃষকদের হাতে পৌঁছে দেয়ার অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যা গণসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে আঞ্চলিক অনুষ্ঠান এবং ঢাকা থেকে জাতীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিদিন ৪ ঘন্টা ৫০ মিনিটের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের নেপথ্যচারী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কৃষি তথ্য সার্ভিস। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, কারিগরি শিরোনাম নিরূপণ, কথিকা লিখন, কথক নির্বাচন, সাক্ষাৎকার, কৃষি বিষয়ক প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রদানসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন বিশেষভাবে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত কৃষিবিদ ও ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ। বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে প্রচারিত ৩০ মিনিটের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান "মাটি ও মানুষ" এর কথা কে না জানে, কৃষি মানসিকতাসম্পন্ন কে না অনুপ্রাণিত হয়েছে? এর নেপথ্যচারীও কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিশেষজ্ঞবৃন্দ।

অধিক খাদ্য উৎপাদন, জাতীয় বীজনীতি, জাতীয় তেল ফসল উৎপাদন কর্মসূচী, নতুন সম্প্রসারণ নীতিসহ অন্যান্য সকল কৃষি বিষয়ক প্রচারণা ও প্রকাশনার কাজ সুচারুভাবে করে যাচ্ছে এ সংস্থা। প্রতি বছর বিশ্ব খাদ্য দিবসের মত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজনের মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে কৃষি তথ্য সার্ভিস। কৃষি প্রধান এ দেশের কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি উন্নয়ন, কৃষি গবেষণা, কৃষি বাণিজ্যসহ অন্যান্য প্রকল্পের প্রচারণার দায়িত্বও যৌক্তিকভাবে ন্যস্ত আছে সংঘটির উপর। বর্তমান মিডিয়ার যুগে যথোপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে কৃষিকে সর্বোচ্চ এবং কাংক্ষিত প্রসারের জন্য বর্তমান সরকার কৃষি তথ্য সার্ভিসকে আরো আধুনিক গতিশীল এবং কার্যকরী ও জোরদার করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে "কৃষি তথ্য সার্ভিস শক্তিশালীকরণ প্রকল্প" হাতে নিয়েছেন এবং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বলেও আমরা জানি। অথচ এহেন অবস্থায় যেখানে এ সার্ভিসকে আরো বিস্তৃত ও যুগোপযোগী করার অত্যাবশ্যকীয়তা যুক্তির সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই গণসংস্কার কমিশন এ গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিসটিকে বিলুপ্তির জন্য সুপারিশ করেছে।

আমরা মনে করি এটা কখনো হওয়া উচিত নয়। কৃষির স্বার্থে, কৃষকের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "কৃষক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও" শ্লোগান এবং সোনার বাংলা গড়ার কাজে কৃষি তথ্য সার্ভিস বিলুপ্তি করা উচিত নয় বরং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষের মূল্যায়ন ও সুপারিশের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিসকে সর্বাংশে সমৃদ্ধ করতে হবে। যুগোপযোগী এবং শক্তিশালীও করতে হবে। এটা দেশবাসীর প্রত্যাশা ও দাবী। আশা করি সংশ্লিষ্ট মান্যবর ব্যক্তি, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে সদয় কার্যকরী দৃষ্টি দিবেন।